পুনর্মিলন

লেখিকাঃ যুথিকা বড়ুয়া
যোগাযোগঃ guddi_2003@hotmail.com
পরিচিতিঃ যুথিকা বড়ুয়া কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী

(১)

সুপ্রিয় বরাবরই ধীর-স্থির-গম্ভীর, শান্ত-প্রকৃতির। ওর জগৎ বলতে খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার। অর্থাৎ স্কুল আর বাড়ির চার-দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ! বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, ঠাট্টা-তামাশা করা, রসিকতা করা, মেয়েদের গা-ঘেঁষা, শিস্ দেওয়া, এসব কোনকালেই ওর ধাতে ছিল না। পাড়ার সমবয়সী ছেলেরা ব্যঙ্গ করে ওকে 'বালক ব্রহ্মচারী' বলে খেপায় সবাই! আর কেউ কেউ পরিহাস করে বলে,'হেঃ, কলিকালের বিদ্যাসাগর!'

কিন্তু সুপ্রিয়র হৃদয়পটভূমিতে কি ঝড়-তুফান যে বয়ে চলেছে, কেইবা রাখে তার সে খবর! জীবন যার কাছে দূরপাল্লার দৌড়, নিরবসর, নিরুচ্ছ্বাস, নিষ্প্রেম ও নিরানন্দের। যার মাথার ওপর বিধবা মা আর দুই-বোনের গুরু দায়িত্বের বোঝা। দুঃখ-দীনতা যার নিত্যসঙ্গী, তার এতটুকু ফুরসৎ কোথায়!

কিন্তু সুপ্রিয়র অবুঝ মন তা কখনোই বুঝতে চায়না! প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের উন্মাদনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভ্রমরের মতো সুরভীত ফুলের উপর কখন যে উড়ে গিয়ে বসে পড়ল, তা নিজেও টের পেলনা সুপ্রিয়! যেমন সুদর্শনা, লাবণ্যময়ী, তেমনি মধুর সুবাস! যার অপার মহিমায় চুম্বকের মতো হৃদয়াকর্ষণে সুপ্রিয় এমন এক জগতের সন্ধান পেল, যা ওর কল্পনা শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করল! ওকে আরো সচেতন করে তুলল! যখন সুখের অণ্বেষণে গভীরভাবে কল্পনায় ডুবে গিয়ে সুপ্রিয়র জাগ্রত হয় আবেগাপ্লুত অনুরাগের মধুর আবেশ, সে এক ব্যাখ্যাতীত অভিনব অনুভূতি! যখন রক্তের স্রোতের মতো শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সঞ্চালিত হয়ে একটি শুষ্ক হৃদয়কে সজাগ এবং সজীব করে তুলল! সঞ্চার হলো প্রেম রসের! যেদিন বিদ্যুতের শক'এর মতো অপ্রত্যাশিতভাবে আচমকা একটা ঝটকা লেগেছিল, অনুভূতিহীন সুপ্রিয়র শরীরে এবং মনে! যেদিন ওর শুষ্ক হৃদয়ের কোণে ঘুমিয়ে থাকা ভালোলাগা আর ভালোবাসার ইচ্ছা, আবেগানুভূতির তীব্র জাগরণে ওর অন্ধকার জীবনে দেখতে পেয়েছিল, একফালি উজ্জ্বল আলোর রেখা! যেদিন শরতের শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের প'রে মায়াবী স্বপ্নপরীর মতো রক্ত-মাংসের মানবীয় কন্যা মহুয়ার উচ্ছলতা, সজীবতা, চঞ্চলতা এবং প্রাণবন্ত পদচারণায় মোহিত সুপ্রিয়র নতুন করে জেগে উঠেছিল, বেঁচে থাকার সাধ! খুঁজে পেয়েছিল, ক্রমাণ্বয়ে জীবন যুদ্ধে অন্তবিহীন পথ চলার প্রেরণা শক্তি, বেঁচে থাকার একটি বিশেষ উপকরণ, যেদিন ধূসর মরুভূমির মতো ওর শুষ্ক হৃদয়পটভূমিতে মহুয়াকে প্রথম আবিস্কার করেছিল। আবিস্কার করেছিল, পৃথিবীকে কেন এতো বেশী সুন্দর লাগে! কেন এতো প্রাণবন্ত এবং আনন্দোচ্ছলসমারোহে ভরপুর! পৃথিবীর সমগ্র নারী পুরুষ প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক! অনুপ্রেরণা শক্তি! শক্তির উৎস! কিন্তু এতো প্রাণশক্তি ওরা সবাই পায় কোথা থেকে! বড়ই রহস্যময় এ পৃথিবী!

আর সেইদিনই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনে-প্রাণে মহুয়াকেই জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল সুপ্রিয়। চেয়েছিল, ওর হৃদয়পটভূমির বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করতে! ওর হৃদয়পদ্মে দেবীর আসনে মহুয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে! যেদিন হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল সুপ্রিয়, মহুয়াকে সত্যিই সে ভালোবেসে ফেলেছে।

কিন্তু বিধিই বাম! বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আচমকা হৃদয়পটভূমির মহা ঘূর্ণির প্রলয় মাতনে প্রচণ্ড অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে লাগল সুপ্রিয়র। পারেনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। পারেনি, হৃদয় গহ্বরে ওর সদ্য রোপণ করা ভালোবাসার বীজ ধারণ করতে। আর পারেনি বলেই তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেদিন তীরের মতো বিদ্ধ হয়ে ওর সুকোমল হৃদয়ে একটা কঠিন আঘাত এসে লেগেছিল। যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কোনদিন!

এ কেমন বিধাতার দু'টি মানব-মানবীর সংসার বেঁধে দেওয়ার নিষ্ঠুর অপপ্রয়াস? কেন মরীচিকার মতো মিছে মায়াজালে নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল সুপ্রিয়? আর কেনইবা রামধনুর মতো ওর হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল মহুয়া! সবটাই কি ওর ছলনা, অভিনয়!

হাজার প্রশ্নের ভীড়ে জর্জরিত সুপ্রিয়, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে নারীজাতির সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে সরে এসে ছিল! ভুলে গিয়েছিল ওর অতীতকে। ভুলে গিয়েছিল, মহুয়াকেও – যেদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নিজস্ব গতিতে সুপ্রিয় এগোতে শুরু করেছিল! কিন্তু সত্যিই কি ও' ভুলতে পেরেছিল মহুয়াকে?

(২)

সাধারণতঃ প্রাত্যহিক জীবনে কম-বেশী প্রতিটি মানুষকেই ঘাত-প্রতিঘাতে একপ্রকার সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হয়। বিশেষতঃ যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের খেটে খাওয়া মানুষ। যাদের একমাত্র গৃহকর্তার উপার্জনে সংসার চলে। বটবৃক্ষের ছায়ার মতো নির্ভরশীল যার স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা। আর সেই ছায়া হঠাৎ জীবন থেকে সরে গেলে তখনই গহন অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, রৌদ্রের খরদীপ্তির তাপমাত্রা কতখানি প্রকট! তেমনি পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর জীবনের বিপর্যয়ে মাত্র সতেরো বছর বয়সে বজ্রপাতের মতো সংসারের সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্যের ভার এসে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুপ্রিয়র মাথার উপর। তাতে মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়লেও জীবন নদীর প্রবাহ কখনো থেমে থাকেনি!

পিতার পরিবর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার দায়িত্ব নিয়ে সংসার নামের তরীখানা ভাসিয়ে দেয় অনিশ্চিত মোহনার দিকে। অবসরে নিজের পড়াশোনাও অব্যাহত রাখে এবং একাগ্রহে নিরলস সাধনায় নিমগ্ন ছিল, প্রায় সাত বছর! যখন একটানা পাহাড়ের মতো সংসারের ঘানি টানতে টানতে সুপ্রিয়র নিঃসঙ্গ জীবনে মহুয়া ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে বিনা নোটিশে উধাও হয়ে গিয়েছিল। যার কারণ অনুসন্ধানে মনের সমস্ত শক্তি যখন হারিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনিই ঘুরে গেল সুপ্রিয়র ভাগ্যের চাকাটা। যা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কোনদিন!

মিরাকলের মতো প্রথম প্রয়াসেই আশাতীত সাফল্যের একেবারে চরম স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যায় সুপ্রিয়। পিছন ফিরে আর তাকাতে হয়নি! একজন দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। সরাসরি টরন্টো শহরে পোস্টিং হয়ে জীবনের রঙই বদলে গেল সুপ্রিয়র। বদলে গেল দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী, ওর জীবনধারা।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারেনি, মনের রঙ বদলাতে। পারেনি, জীবনকে নতুন করে সাজাতে। আর পারেনি বলেই অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর জীবনেও একটা শূন্যতা অনুভব করে সুপ্রিয়! কিন্তু কেন? কিছুই তো অভাব নেই ওর! শান্দার গাড়ি-বাড়ি, ফ্যাশ্নেব্ল্ ফার্নিচার, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সবই পরিপূর্ণ! অথচ সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মনটা সারাক্ষণ উদাস হয়ে থাকে সুপ্রিয়র।

এদেশে রঙ-এর ছড়াছড়ি। চতুর্দিকে নিত্য-নতুন চমকপ্রদ রঙের বাহার। অথচ কোনো রঙেই সুপ্রিয়র মন মজেনা। ক'দিন যাবৎ ওর সহকর্মী রবীনের দৃষ্টিগোচর হয়, নিঃশব্দে অফিসঘরে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সুপ্রিয়। গভীর নিমগ্ন হয়ে কি যেন ভাবে! আর একটার পর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে টেনে টেনে ধোঁয়া ছাড়ে।

রবীন মহারাষ্ট্রের ছেলে। কর্মীদের মধ্যে সবার ছোট বয়সে। খুব রসিক! কথায় কথায় হাসায়। সুপ্রিয়র সাথে ভীষণ ভাব। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাংলাও ভালো বলতে পারে বেশ। হঠাৎ সুপ্রিয়কে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে, 'কি গুরু, এতো উদাস কেন! মামলা ক্যায়া হ্যায় ভাই! কিসিসে ইশ্‌ক হো গয়া হ্যায় ক্যায়া!'

ধপ্‌ করে সোফায় বসে বলে, 'হুঁমঃ, ইশ্‌ক, ওভি তুমসে! কভি নেহি! জরা হিম্মত চাহিয়ে প্রিয়দা!'

মুখ টিপে একটা বিষন্ন হাসি হেসে সুপ্রিয় বলল, 'ভালোবাসার ফুল ফুটতে দেখেছিস কখনো?'

কথাটা এমনভাবে বলল, যেন একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে প্রশ্ন করছে!

রবীন হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে! হাসিটা বজায় রেখে বলল, 'ভালোবাসার ফুল! ওতো হর রোজ দেখতা হুঁ ম্যায়! লেকিন তুমি এ চক্করে পড়লে কবে গুরু!'

মুহূর্তে বিষন্নতায় ছেয়ে গেল সুপ্রিয়র শরীর ও মন। ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কি যেন ভাবল। একটা সিগারেট বের করল পকেট থেকে। তাতে অগ্নিসংযোগ করে লম্বা একটা টান দিলো। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'শুধু তাই-ই নয়রে রবি, ভালোবাসার ফুল ফুটে ঝরেও যেতে দেখেছি আমি!'

রবীন যেন আকাশ থেকে পড়ল শুনে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। একরাশ কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকে। সুপ্রিয়র আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বলল, 'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো গুরু! ভূতের মুখে রাম নাম! কখনো তো ওই গলিতে পা রাখতে দেখিনি তোমায়! তুমিই না বলেছিলে, খুব হেট করো মেয়েদের!'

হাতের কনুই দিয়ে সুপ্রিয়র পেটে একটা গুঁতো মেরে বলে, 'কিঁউ জনাব, আখির হো গয়া না! কব্‌সে চল রাহা হ্যায় ইয়ে সিল্‌সিলা! তুমি তো বড় গভীর জলের মাছ প্রিয়দা! পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ! বলি কোন্‌ বড়শীতে ধরলে, এ্যাঁ! ভেরী ইন্টারেস্টিং!'

পরক্ষণেই রবীন সিরিয়াস হয়ে বলে, 'আরে ছাড়ো তো! মরদ লোকের এতো ভাবনা কিসের! মেয়ে মানুষের অভাব আছে না কি! বলো তো আমিই ফিট্‌ করে দিচ্ছি!'

গম্ভীর হয়ে সুপ্রিয় বলল, 'এ্যাই, ফাজলামি করিস না! বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিস! কোনো কাজ নেই তোর! ম্যানেজারের কানে গেলে, দেবে কিন্তু বারোটা বাজিয়ে!'

রবীনের গায়ে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, 'তুই এখন যা! লাঞ্চ আওয়ারে আসিস!'

কথাটা শেষ না হতেই টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে ওঠে। রবীন দ্রুত রিসিভারটা তুলেই বলল, 'হ্যালো'!

ওপাশ থেকে ভেসে এলো মহিলা কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো'।

রিসিভারটা তক্ষুণি হাতে চেপে ধরে রবীন। ভ্রু উত্তোলন করে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'গুরু, কন্যা কুমারী! নাও, শীগ্‌গির ধরো!'

রবীনের হাত থেকে রিসিভারটা চট্‌ করে টেনে নিয়ে সুপ্রিয় বলল, 'ইয়েস, ক্যান আই হেল্প ইউ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে জনৈক মহিলাটি বলল, 'স্যার, ইস মিস্‌ জুলি দেয়ার?'

-'নো ম্যাম, উই আর অল মেল ওয়ার্কার্‌স হিয়ার!'

-'হোয়াট?'

-'ইয়েস ম্যাম! মে আই নো ইওর নেইম, এ্যাড্রেস এ্যান্ড টেলিফোন নাম্বার?'

খানিকটা বিস্মিত হয়ে মহিলাটি বলল, 'নেইম, এ্যাড্রেস, টেলিফোন নাম্বার! হোয়াট ডু ইউ মিন? রাবিশ! আই এ্যাম নট জোকিং!'

মৃদু হেসে সুপ্রিয় বলল, 'আই নো ম্যাম! উই নীড ইট! ইট ইস আওয়ার ডিউটি!'

বিব্রত কণ্ঠে মহিলাটি বলল, 'ফর হোয়াট?'

-'ম্যাডাম, দিস ইস আওয়ার সিস্টেম!'

-'হোয়াট ননসেন্স!'

একেই মহিলা কণ্ঠস্বর! তন্মধ্যে অহেতুক অজ্ঞাত মহিলার রূঢ় ব্যবহারে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুপ্রিয়র! সামান্য চটে গিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, 'ম্যাডাম, কাম টু দি পয়েন্ট!'

এবার একটু নরম পড়ে গেল মহিলাটি। মার্জিত হয়ে বলল, 'আই এ্যাম মিস্ মহুয়া কলিং, ফ্রম...!'
-'ওকে, ফাইন! গিভ মি ইওর এ্যাড্রেস এ্যান্ড ফোন নাম্বার!' সুপ্রিয় বলল।
তৎক্ষণাৎ গলার স্বর বিকৃত করে মহিলাটি বলল, 'ওঃ গড্, ইউ আর রিয়েলি স্টুপিড, ম্যান!'
অপ্রস্তুত সুপ্রিয় হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। মনে মনে অপদস্ত হলো। ওর চোখে চোখ পড়তেই নিঃশব্দে হেসে ফেলল রবীন। মৃদুস্বরে বলল, 'কি হলো প্রিয়দা, খামোশ কিউ!'
অস্বস্তি বোধ করল সুপ্রিয়। ক্রোধ সম্বরণ করতে পারল না। একটা ঢোক গিলে অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ম্যাম, ক্যান ইউ টেল মী?'
চোখমুখ খিঁচিয়ে বিড়বিড় করে উঠল সুপ্রিয়, 'অপদার্থ! কি মুশকিলে পড়া গেল বল্ তো!'
মহিলাটি বলল, 'আই ক্যান্ট হিয়ার ইওর ভয়েস! ইস্ ইট্ দি বিউটি সেলন?'
কণ্ঠস্বর বিকৃত করে সুপ্রিয় বলল, 'নো ম্যাম, ইট্ ইস্ এ কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড! রং নাম্বার!'
-'ওঃ শিট্!' বলে লাইনটা তক্ষুণিই কেটে দিলো মহিলাটি।
রিসিভারটা হাতে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রিয়। অহেতুক বিড়ম্বনায় ভীষণ রাগ হলো ওর মনে মনে। রিসিভারটা ধপ্ করে রেখে সিগারেটের বাকি অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো গার্বেজে। আর রাগটা গিয়ে পড়ল রবীনের ওপর। 'কি রে, গেলি না তুই! এখনো বসে আছিস! ডাকবো মিষ্টার রয়কে!'
রবীন বেরিয়ে যেতেই সুপ্রিয় ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। ক্ষণপূর্বের অপরিচিত মহিলার শ্রুতিকটূ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বিষক্রিয়ার মতো ওকে বারবার দংশন করতে লাগল। মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুকোষেও রক্তের স্রোতের মতো সঞ্চালণ হতে লাগল।
ফিরে যায় নিজের কাজে। কিন্তু কিছুতেই মন বসেনা! ওকে প্রচণ্ড ভাবিয়ে তোলে, কে এই মহিলা? মহুয়া মেয়েটি কে? আবার পরক্ষণেই ভাবে, না না, তাই-বা কেমন করে সম্ভব!

(৩)

অফিস ছুটির পর প্রায় প্রতিদিনই কিছু টুকিটাকি গ্রোসারি শপিং সেরে বাড়ি ফেরে সুপ্রিয়! কিন্তু আজ তেমন কোনো প্রয়োজন ছিলনা! তবু কি মনে করে ডেনফোর্থ রোডটা ক্রস করতেই ভাবল, নাঃ ঘুরেই আসি! ঝিঙে-পটলের দাম যে হারে বাড়ছে, একেবারে আগুন! টাচ-ই করা যায়না! দেখি, কিছু টাটকা শাক-সব্জী পাওয়া যায় কি না!

এই ভেবে ডেনর্ফোথ রোডের ধারে গাড়ি পার্ক করতেই হঠাৎ কার যেন পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে চমকে উঠল সুপ্রিয়! অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর অবাধ্য চোখের দৃষ্টি আর্কষণ করলো সেদিকে! আর তক্ষুণি স্বগতোক্তি করে উঠল, 'আরে, মহিলাটিকে তো খুব চেনা চেনা লাগছে! কোথায় যেন দেখেছি! সেই শুভ্র মসৃণ, সুদর্শনা, লাবণ্যময়ী চেহারা! নিখুঁত কোমরের গড়ন, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত ডাগর চোখের চাহনি! কি আশ্চর্য্য, টোলপড়া গোলাপ গালের সেই রহস্যাবৃত দুষ্টুমিষ্টি হাসি!

জনৈক মহিলার বাঁ-পাশের গজদন্তটিও নজরে এড়ায় না সুপ্রিয়র! এক সুদর্শনা শেতাঙ্গ তরুণীর সাথে অন্তরঙ্গ আলাপনে মশগুল হয়ে আছে! কিন্তু এমন চঞ্চল প্রাণবন্ত, ছন্দময় পদচারণা, কে এই মহিলা! মহুয়া নয়তো!'

ভাবতেই সুপ্রিয়র মনে পড়ে যায়, ওর অতীত জীবনের কিছু অম্লান স্মৃতির কথা! সে যেন হঠাৎ রঙিন বসন্তের ছোঁয়ায় এক নিবেদিত প্রাণ! অত্যাশ্চর্যময় এক অভিনব অনুভূতি! যা হৃদয়পটে ধারণ করার আগেই অনাদরে অবহেলায় আবর্জনার মতো চাপা পড়ে গিয়েছিল, স্মৃতির খাতার পাতায়।

সুপ্রিয়র আজও মনে পড়ে, কথা প্রসঙ্গে একদিন মহুয়াই গর্ব করে বলেছিল, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত একজন বিশিষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি ওর পিতৃদেব! প্রচুর অর্থের মালিক! অর্থের বিনিময়ে অসাধ্য সাধন করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। যাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি সুপ্রিয়র। হয়তো সব তারই পরিকল্পিত, ষড়যন্ত্র। কে জানে!

সুপ্রিয়র মতো একজন মিড্‌ল্‌ ক্লাসের হতভাগ্য দরিদ্রের সংস্পর্শ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করবার তখন এটাই ছিল তার একমাত্র সুগম পথ।

অথচ আজ দীর্ঘদিন পর মহুয়া নামটা মনে মনে উচ্চারিত হতেই সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল সুপ্রিয়র। তবু বিশ্বাস হয়না নিজের চোখদু'টোকে! মনে মনে ভাবে, আজ ওর হয়েছে কি! সেই সকালে অজ্ঞাত মহিলার ফোন কল রিসিভ করার পর থেকেই মনের ভিতর বারবার এমন চেতনাই বা আসছে কেন! এরূপ ভাবান্তর আগে তো কোনদিন হয়নি ওর! মতিভ্রম হলো না কি!

ইচ্ছে হচ্ছিল, জনৈক মহিলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চাইতে। ওর কাছে জবাবদিহি করতে। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে। কি অপরাধ করেছিল সুপ্রিয়? কেন ওর হৃদয়ে এমন কঠিন আঘাত হেনে ওর জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল মহুয়া? আর কেনইবা এতকাল আত্মগোপন করেছিল?

কিন্তু নাঃ, যে ভুল একবার সে করেছে, দ্বিতীয়বার আর নয়! তা'ছাড়া পরস্ত্রীও তো হতে পারে! আর যদি নাও হয়, এতকাল পর কিইবা এসে যায় তাতে! কখনো হার মানতে শেখেনি সুপ্রিয়! পুরুষমানুষ হয়ে একজন স্ত্রীলোকের কাছে নতি স্বীকার করে ভালোবাসা ভিক্ষে চাইবে! ওর আত্মমর্যাদায় আঘাত করবে! কেন করবে সুপ্রিয়? কিসের জন্যে? নিজেকে কেন ছোট করবে? আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়! কিছুতেই না! এ মোটেই শোভা পায়না সুপ্রিয়র!

তবু অবুঝ মন কিছুতেই মানতে চায়না সুপ্রিয়র! দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে ওর মধ্যে। মরচে ধরা স্মৃতিরা সব এসে ভীড় করে ওর চোখের সামনে! কানে বাজে, ভ্রমরের মতো গুনগুন সুরের মহুয়ার মধুর গুঞ্জরণ। হাসি-কলতান।

সুপ্রিয় পারল না, নতুন করে ভালোলাগার মধুর আবেশে মনকে ধরে রাখতে। বাধা দিতে। এতো কিছু ঘটে যাবার পরেও আবেগপ্রবণ ভালোলাগা আর ভালোবাসার তীব্র অনুভূতিগুলি এতকাল কোথায় যে লুকিয়ে ছিল! পিছন ফিরতেই অস্ফুট একটা খুশীতে বুকটা ভরে গেল সুপ্রিয়র!

অনুমান ঠিকই করেছিল ও! কিন্তু কখন যে গুটিগুটি পায়ে একটু একটু করে মহুয়ার সন্নিকটে এগিয়ে যাচ্ছিল, টেরই পায়নি! হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সুপ্রিয়! চোখ পাকিয়ে দ্যাখে, শরতের শিশির ভেজা সবুজ মখ্‌মলে ঘাসের প'রে প্রজাপতির মতো ছুটে বেড়ানো সেই কিশোরী কন্যা মহুয়া আজ পূর্ণযুবতী। কি শান্তস্নিগ্ধ-কমনীয় রূপ! উদ্ভিন্নযৌবনসম্পন্না অনন্যা! প্রেমের মহিমায় দিপ্ত, মমতাময়ী এক বিদূষী নারী। সেই অবিরল অবয়ব রূপে সশরীরে স্ট্যাচুর মতো হাঁ করে চেয়ে আছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে! বিস্ময়ে সে একেবারে হতবাক। কি যেন বলতে চাইছে!

মহুয়ার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিয় দেখল, ওর রক্তগোলাপ ঠোঁটের কোণে মুক্তোঝরা সেই অনাবিল হাসির ঝিলিকটুকু দৃষ্টিগোচর না হলে ওকে চেনারই উপায় ছিলনা! আমূল পরিবর্তন ঘটেছে মহুয়ার! অবিকল দুর্গা প্রতিমার মতো মুখ! হাল্কা মেরুন রঙের শাড়িতে বেশ লাগছে ওকে দেখতে! কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ! শ্বেতাঙ্গদের মতো দুধসাদা গায়ের রঙ, যেন ফেটে পড়ছে! আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওকে! কাতর চোখের দৃষ্টি মেলে কিছু বলার ব্যাকুলতায় ঠোঁটদু'টো ওর কাঁপছে! সেই সঙ্গে লজ্জা আর অব্যক্ত আনন্দের সংমিশ্রণে অশ্রুকণায় চোখের তারাদু'টি মুক্তোর মতো চিক্‌চিক্‌ করছে! কিন্তু আজ কিসের অভিনয় মহুয়ার? কি জাহির করতে চায় ও! কি বলতে চায়? কি চায় সে?

মনে মনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় সুপ্রিয়। গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হচ্ছিল, প্রকাশ্যে জন অরণ্যের মাঝে চিৎকার করে বলতে, 'চিনতে আমিই ভুল করেছিলাম মৌ! তুমি ছলনাময়ী! হাজারটা রূপ তোমার! পুরুষের মন নিয়ে খেলা করাই তোমার মতো লাড্‌লি কন্যার একমাত্র সুখ, আনন্দ। সহৃদয়ে ভালো তুমি কখনোই বাসতে পারো না। প্রকৃত নারী তুমি নও। নারী জাতির কলঙ্ক, ভ্রষ্টাচারী!'

অথচ সুপ্রিয় তা পারল না! পারল না মহুয়াকে অপমান করতে। ওকে অপদস্ত করতে। ওর মাথাটা হেঁট করে দিতে। ওর নারীত্ব ক্ষুণ্ন করে দিতে! বিবেকের দংশনেই নীরব নির্বিকারে সুপ্রিয় সয়ে গেল ওর বুকের জ্বালা। মনে মনে বলল, 'একান্তে নিবিড় করে জীবনে নাইবা পেলাম। ভালোবাসার অপর নাম বলিদান। নিঃস্বার্থে ভালোবাসাই জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য্য! মনকে করে পবিত্র, প্রভাবিত! আমরা কি বন্ধু হতে পারিনা!'

কিন্তু মানুষের মন বড়ই বিচিত্র! সহজে পোষ মানতে চায়না! সুপ্রিয়র মনের অবস্থাটাও ঠিক তদ্রুপ! খানিকটা ইমোশনাল হয়েই ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমায় অযথা দুর্বল করে দিওনা মৌ! একদিন ঠিক এমনি করেই ক্ষণিকের অন্ধমোহে বশীভূত হয়ে আমার মতো সাধারণ একজন অনভিজ্ঞ মানুষ নিজের ষ্ট্যাটাস, সামাজিক অবস্থান, ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা ভুলে গিয়ে বেমালুম বদলে গিয়েছিল! দুইহাতে ছুঁতে চেয়েছিল আকাশের চাঁদ! আসলে সেটা যে মায়া মরীচিকা ছল, চোরাবালির চর! বেদনার উপত্যকায় বসে কল্পনায় শুধু স্বপ্নের জাল বোনা! অথচ হাত বাড়ালে সব শূন্য! কিছুই স্পর্শ করা যায়না! কুয়াশার মতো চারিদিকে ধূসর মরুভূমি! আর তা বোধগম্য হতেই হৃদয় থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আমার আশা-ভরসা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা। পারবে, তা ফিরিয়ে দিতে! পারবে, নতুন করে আমায় ভালোবাসতে! বলো মৌ, বলো! জানি, জবাব দেবার মতো আজ তোমার কাছে কিছুই নেই!'

অথচ বুকের ভিতরে কি অসহ্য যন্ত্রণা আজও নির্বিকারে বহন করে চলেছে মহুয়া, সে খবর সুপ্রিয়ই বা জানবে কেমন করে! কেমন করে জানবে, মহুয়ার অপারগতার কথা! ওর ব্যর্থতার কথা! কখনো তো বিশ্বাসই হবে না সুপ্রিয়র!

কিন্তু এসব কথা মহুয়া আজ বলবে কেমন করে! নিজেকেই অপরাধী মনে হয়! অথচ মুখ ফুটে একটা শব্দও ওর উচ্চারিত হয়না! ভিতরে ভিতরে মনকে অত্যন্ত পীড়িত করল। মনে মনে বলল, 'তুমি জানো না সুপ্রিয়, মেয়েদের জীবন, হাতে গড়া পুতুলের মতো। যাদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কিংবা প্রতিরোধ করবার মতো সাহস ওদের নেই! কত দুর্বল ওরা! কত অসহায়! ওরা সরীসৃপ প্রাণীর মতো অন্যের উপর নির্ভরশীল! কখনো মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেনা! বলতে পারেনা! আর বলতে পারেনা বলেই অদৃশ্য বিবাহ-বন্ধন সূত্রে সামাজিক স্বীকৃতিকে অপব্যবহার করে, দোকানীর দ্রব্য-সামগ্রীর মতো মোটা কড়ির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়, আমার মতো অবলা নারীর জীবন! যেখানে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই! এতিমের মতো অনাদরে অবহেলায় নিভৃতে কেঁদে মরে সারাজীবন! শুধু কি তাই, জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন দেখাও অপরাধ, নিষিদ্ধ। জন্মাবধি মেয়েরা চিরকাল পরাধীনতার শিকলে কারাবন্দী! অগত্যা বোবা অনুভূতির গহন অনুতাপে দগ্ধ হতে হতেই একদিন নিঃস্ব হয়ে ঝরে যায় ফুলের মতো একটি মাসুম জীবন!
'কিশোরী বয়স থেকে মাতা-পিতার কঠোর শাসনের সীমাতেই আবদ্ধ হয়ে আছি। নিজের ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকুও কোনদিন ছিলনা, আজও নেই! কতবার চেয়েছিলাম, ছুটে গিয়ে শুধু জানাতে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি সুপ্রিয়, তোমার কাছ থেকে বহুদূরে। হয়তো কোনদিনও দেখা হবেনা। তুমি বিশ্বাস করো, তখন আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়! চার-দেওয়ালের ভিতরে বন্দী! চেয়েছিলাম, বাড়ি থেকে পালিয়ে তোমার হৃদয়গহ্বরে আশ্রয় নিতে। নিজেকে স্বেচ্ছায় সঁপে দিতে! কিন্তু তাও পারিনি! পারিনি এক মুহূর্তের জন্যেও বাড়ি থেকে বের হতে।'

অথচ আজ, মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধান! কারো মুখে কথা নেই! ক্রমান্বয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের আনা গোনায় সময় বয়ে যায় নীরবে। দুজনেই তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছে কল্পনায়।
হঠাৎ সুপ্রিয়র চোখে চোখ পড়তেই চোখের পাতাদু'টো সলজ্জে নুয়ে পড়ল মহুয়ার। মনে মনে ভাবলো, কত বদলে গিয়েছে সুপ্রিয়। এতো কি ভাবছে ও'! এখনো কি চিনতে পারছে না! কিন্তু চিনেই বা কি লাভ! সামান্য ক'দিনের সৌজন্যমূলক আন্তরিকতাকে মামুলি বন্ধুত্ব ভেবে মহুয়া যে বিনা নোটিশে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেকথা কি ভুলে গিয়েছে সুপ্রিয়, নিশ্চয়ই নয়! অথচ পরিণত বয়সে তা ভালোবাসা নয় বলেও উড়িয়ে দিতে পারেনি! পারেনি, দ্বিতীয় কোনো পুরুষকে ওর হৃদয়ে দেবতার আসনে ঠাঁই দিতে!

মহুয়া চেয়েছিল, সারাজীবন সুপ্রিয়র হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল হয়ে ফুটে থাকতে! চেয়েছিল, সুপ্রিয়র পরিচয়েই পরিচিতা হয়ে, ওর প্রেয়সী হয়ে, ওর ঘরণী হয়ে বেঁচে থাকতে! কিন্তু আজ নির্লজ্জ বেহায়ার মতো সে কথা বলবে কেমন করে! আজ কিইবা মূল্য আছে তার! কিন্তু এতকাল পর সুপ্রিয়কে এতো কাছে পেয়েও আবার হারাতে হবে! যদি আর দেখা না হয় কোনদিন! তা'হলে? সারাজীবন অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে কি নিঃস্ব হয়ে যাবে মহুয়া?
পাত্রপক্ষ আগমন বার্তা পাঠিয়েছে, পরশু রবিবার সন্ধ্যায় দেখতে আসছে। পিতৃদেবের মনোনীত পাত্র। কবুল করতেই হবে! কোনমতেই রিফিউজ করা চলবে না! কোনো কমেন্টস, ওপিনিয়ন কিছুই চলবে না। তবে এ বিবাহ সে ঠেকাবে কেমন করে! সেই স্পর্ধাও তো মহুয়ার নেই!

নানা দ্বন্দে আর দ্বিধায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল মহুয়া। বিচরণ করছিল অন্য এক জগতে। হঠাৎই ওর সেই অতি পরিচিত সুপ্রিয়র দরাজ গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। 'কেমন আছো মৌ! কোথায় ছিলে এতকাল! দ্যাখো তো, কেমন চিনে ফেললাম! ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে! কি, চুপ করে আছো যে! কথা বলবে না! দেখো, আমি কিন্তু কোনো অপরাধ করিনি! অপরাধী আমি নই! বলো সত্যি কি না! কি, বলছ না যে! চুপ করে থেকো না মৌ! কিছু বলো!'

অপ্রত্যাশিত সুপ্রিয়র আবেগমিশ্রিত শ্রুতিমধুর বাক্যশ্রবণে মনটা কেমন উচাটন হয়ে গেল মহুয়ার। কি বলবে, কোথা থেকে শুরু করবে, কিছুই মনস্থির করতে পারেনা। সাশ্রুনয়নে মুখ তুলে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুপ্রিয়র মুখের দিকে।
ততক্ষণে জনসমুদ্রে ছেয়ে যায় ডেনফোর্থের চারিধারে। সব পরিচিত মুখ। আশপাশ থেকেও ভেসে আসছে বহু পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর। বুকের ভিতরটা কেমন ধুক্‌ধুক করছে মহুয়ার। সাহসই হচ্ছেনা কিছু বলবার। এক্ষুণি কেউ দেখে ফেললে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে যে!

ভিতরে ভিতরে যে অস্বস্তিবোধ করছে, তা মহুয়ার উদ্‌ভ্রান্ত চোখমুখে অনায়াসে প্রকাশ পাচ্ছে। পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত সূর্যের ক্ষীণ রক্তিমাভায় ঘেমে লাল গিয়েছে ওর মুখ।
ঝুরুঝুরু মিহিন মৃদু শীতল হাওয়া বইছে। হঠাৎ মহুয়ার শাড়ির আঁচলটা বাতাসের টানে সুপ্রিয়র মুখের উপর উড়ে পড়তেই চোখে চোখ পড়ে গেল সুপ্রিয়র। লক্ষ্য করল, ভয়ে সন্ত্রস্ত আড়ষ্ট হয়ে স্ট্যাচুর মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মহুয়া। কি যেন বলতে চাইছে! অথচ বলতেই পারছে না কিছুতেই।

ক্ষণিকের নীরবতা ভঙ্গ করল সুপ্রিয়। শাড়ির আঁচলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'অযথা ভয় পেওনা মৌ! তোমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। কোনো কৈফিয়ৎই আমি চাইবো না। এদেশে কবে এসেছ, কার সাথে এসেছ, কিছুই জানতে চাইবো না! শুধু এইটুকু বলো, মালা কার গলায় দিলে! সেই ভাগ্যবান পুরুষটি কে!'

এতক্ষণ পর ফোঁস করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মহুয়া। চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে শাড়ির আঁচলটা টেনে গা-টা ঢেকে নিলো। ঠোঁটের কোণে শুকনো একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হুঁমঃ, দিতে আর পারলাম কই! এখনো তো মালাই গাঁথা হলো না আমার!'
বিস্মিত হলেও মৌ যে কুমারী, অবিবাহিতা, বুঝতে দেরী হলো না সুপ্রিয়র। খুশীও হলো মনে মনে! কিন্তু ওর চোখেমুখে তা প্রকাশ পেলনা। ইতিমধ্যে ঝুপঝুপ করে শুরু হয় বৃষ্টি। সুপ্রিয় বলল, 'আরে, ভিজে যাচ্ছো যে! এসো এসো, আমার গাড়িতে এসো!'
মহুয়াকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ওর হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিলো গাড়িতে। পকেট থেকে একটা হ্যান্ড রুমাল বের করে মহুয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'বৃষ্টিটা একটু ধরুক! ততক্ষণে কোনো একটা কফি শপে ঢোকা যাক। চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসি!'
বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সুপ্রিয়। গাড়ি স্টার্ট করেই ডেনফোর্থ রোড ধরে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য আপসেট হয়ে পড়েছিল মহুয়া। আমতা আমতা করে কিছুদূর গিয়ে বলল, 'না না, আজ নয়, আমাকে শীঘ্রই ফিরতে হবে আজ। আপনি বরং মেইন সাবওয়েতে আমায় ড্রপ করে দিন।'
-'সে কি! কাল তো শনিবার, তার উপর লং-উইকেন্ড! কোথাও বেড়াতে যাওয়া হবে বুঝি!'
মাথাটা নেড়ে মহুয়া জানাল, না।
-'তা'হলে আর আপত্তি কিসের!'
-'না, না, আজ আমায় শীঘ্রই বাড়ি পৌঁছাতে হবে! আপনি সাবওয়েতেই ড্রপ করে দিন!'
আর আপত্তি করল না সুপ্রিয়। কথা না বাড়িয়ে সাবওয়েতেই ড্রপ করে দিলো মহুয়াকে! কিন্তু যাত্রীর ভিড়ে মুহূর্তে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর গাড়িটা, আর দেখতে পেলনা মহুয়া! তবু দুঃখ ছিলনা যদি অতীত জীবনের কিছু কথা সুপ্রিয় ওকে বলে যেতো। কিন্তু যে কথা ও বলতে চেয়েছিল সুপ্রিয়কে, তা তো বলাই হলো না মহুয়ার! তা'হলে!

বাড়ি এসে কিছুতেই স্বস্তি পায়না মহুয়া। রাতেও ঘুম হয়না ওর! সারারাত এপাশ আর ওপাশ করে বিছানায়। আর ভাবে, ইস্, রাতটা পোহালেই দুঃস্বপ্নের মতো কালো রঙে ছেয়ে যাবে মহুয়ার জীবন। কতগুলি অচেনা অপরিচিত লোকের সম্মুখে পুতুলের মতো কনে সেজে বসতে হবে। হুকুম করলেই হেঁটে চলে দেখাতে হবে, পাত্রীর সার্বিক গুণাবলীর নমুনা। আবার অফার করলে, দু-একটা গান গেয়েও শোনাতে হবে! উফ্, অসহ্য!

রাগ হয় বিধাতার ওপর। বেশ ভালোই তো ছিল মহুয়া! রাতের দুঃস্বপ্ন ভেবে সুপ্রিয়কে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়! মুছে ফেলেছিল স্মৃতির পাতা থেকে। তবে কেন সেই দুঃস্বপ্ন জীবন্ত হয়ে আবার দেখা দিলো মহুয়ার জীবনে! কেন, কেন এমন হলো! -'হে ভগবান, আর কত পরীক্ষা তুমি নেবে! শুধু একটিবার, সুপ্রিয়র খোঁজ তুমি এনে দাও প্রভু! আমায় কৃপা করো!'
ভেবে কূল পায়না মহুয়া। অস্থির হয়ে ওঠে! এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবে সুপ্রিয়কে! ও' কোথায় থাকে, কার সাথে থাকে! কি করে, কিছুই তো বলে গেল না! ফোন নম্বরটাও তো দিয়ে গেলনা সুপ্রিয়! তবে কি সত্যিই এ জনমে সুপ্রিয়র আর দেখা পাবেনা মহুয়া!
ভাবতেই ভালোবাসার সমস্ত ইচ্ছা-আবেগ-অনুভূতিগুলি অনুশোচনা আর অনুতাপের আগুনে পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল মহুয়ার। অগত্যা, হৃদয়ের দুকূল অশ্রুজলে প্লাবিত করে পড়ে থাকে জীবন্ত লাশ হয়ে।

(৪)

মাঘ মাস। কনকনে ঠান্ডা। হাড়কাঁপানো শীত। সকাল থেকেই একাকী নির্জনে চুপটি করে বসেছিল মহুয়া। অথচ সমানে দর দর করে ঘামছে ওর সারাশরীর। সময় যতো বাড়ছে, বুকের ধুক্‌ধুকানিও ততো বাড়ছে। একসময় জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথাটা ঠেকান দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, দিগন্তের প্রান্তরে উড়ে যাওয়া একঝাঁক মুক্ত বিহঙ্গের পানে। আর জলছবির মতো ওর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, সুদীর্ঘ সাত বছর পর ধূমকেতুর মতো অপ্রত্যাশিত সুপ্রিয়র দর্শন, আবির্ভাব। কথার আলাপন। যা স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করেনি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ গাড়ির শব্দে চমকে উঠল মহুয়া! জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, একঝাঁক যুবকের দল নামল গাড়ি থেকে। তন্মধ্যে একজন ফিল্মি হিরোর মতো স্যুট টাই পড়ে, চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে, শ্যু পড়ে একেবারে ভি.আই.পি-র মতো নামল গাড়ি থেকে। অন্যদের চাইতে একটু স্পেশালই লাগছে তাকে। পাত্রই হবে নিশ্চয়ই!

ইতিপূর্বে দেখতে পেয়ে স্বাগতম জানাতে দ্রুত এগিয়ে আসেন মহুয়ার বাবা মিষ্টার অমলেন্দু রায়। কিন্তু সদর দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ান তিনি! বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ কি, সুপ্রিয় তুমি! তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না! এদের সঙ্গে তুমি এলে কোথা থেকে!'
একগাল হেসে রবীন বলল, 'স্যার, ওই তো আমাদের শ্রীমান পাত্র! আপনার হবু জামাতা! সারপ্রাইজটা কেমন দিলাম বলুন তো!'

সবিস্ময়ে অমলেন্দু বললেন, 'সে কি, আমাদের প্রিয়! আরে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! বাট, ইট্ ইস্ নট ফেয়ার রবীন! অন্তত একবার ইনফর্ম করতে পারতে আমায়!'

-'স্যার, প্রিয়দার সম্পর্কে আপনিই বেশী জানেন! আর সেই হিন্টটা পেয়েই তো..!' সানন্দে একগাল হেসে রবীন বলল, 'হীরের টুকরো স্যার! একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর!'

-'সবই করুণাময়ীর ইচ্ছা! কপালে লেখা থাকলে, ঠেকাবার আমি কে! এসো, এসো! ভিতরে এসো, কথা হবে'খন!'

অন্দরমহলের দিকে নজর বুলিয়ে অমলেন্দু বললেন, 'কই গো, শুনছো, মা'মণিকে নিয়ে এসো শীগগির! ওরা এসে গিয়েছে সবাই।'

এদিকে হৃদয়পটভূমি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে মহুয়ার। হৃদস্পন্দনও আরো দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। অথচ তখনো মনস্থির করতে পারেনা, কি করবে! একে একে আগন্তুক অতিথিবৃন্দের কুশল বিনিময়, মত বিনিময় সবই শেষ! এবার মহুয়ার পালা! মা রমলা দেবী এসে বললেন, 'আয় খুকু, ওঠ, চল! কিচেনরুমে চা-জলখাবার ট্রে-তে সাজানো আছে। আয় আমার সঙ্গে, নিয়ে চল!'

অগত্যা সলজ্জে মায়ের পিছু পিছু বৈঠকখানায় ঢুকেই চমকে ওঠে মহুয়া। থমকে দাঁড়ায়। এ কি! সুপ্রিয় না!

চোখ পাকিয়ে তাকায় মহুয়া। হ্যাঁ, সুপ্রিয়ই তো! ও' এখানে এলো কি করে! হোয়াট এ সারপ্রাইজ্! থ্যাঙ্ক গড্! আনবিলিভেবল!

চকিতে অব্যক্ত আনন্দে আর ভালোবাসার জোয়ারে হৃদয়ের দুকূল কানায় কানায় ভরে গেল মহুয়ার। তবুও যেন বিশ্বাস হয়না নিজের চোখদুটোকে! জল-খাবারের ট্রে-টা টি-টেবিলে রেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। অমলেন্দু বললেন, 'আরে যাচ্ছিস কোথায়, বোস! এতো লজ্জার কি আছে! সুপ্রিয় আমার ছেলের মতো। ও আমারই এ্যাসিস্টেন্ট! বড় ভালো ছেলে! ওর মতো..!'

ইতিপূর্বে পাত্রীর মুখদর্শনে যেন আকাশ থেকে পড়ল সুপ্রিয়। বিস্ময়ে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে হাঁ করে! হতবাক হয়ে যায়! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে নাতো ও! বিধাতারও লীলা খেলা বোঝা ভার। এ তো স্বপ্নেরও অতীত! অবিশ্বাস্যকর ঘটনা!

একেই বলে বরাত! আবেগে অভিভূত মহুয়া স্তম্ভিত হয়ে যায় বিস্ময়ে! পলক পড়ে না ওর। মনে মনে বলল, 'ইউ আর রিয়েলি গ্রেট বাপি! রিয়েলি গ্রেট ম্যান! লাইক এ গড্ফাদার। জিও হাজারো সাল!' অথচ বুঝতেই দিলো না কাউকে। কিন্তু এসব ঘটলোই বা কেমন করে! ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যায় মহুয়া।

ক্ষণিকের নীরবতায় অমলেন্দু বলে উঠলেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড্ মামণি? আর ইউ ওকে?'

সলজ্জে মাকে জড়িয়ে ধরে মহুয়া। সাশ্রুনয়নে সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আই এ্যাম ওকে বাপি, আই এ্যাম ওকে! সো হ্যাপি নাউ! আই এ্যাম রিয়েলি হ্যাপি! রিয়েলি হ্যাপি!'